বর্ষার ফুল

পঞ্জিকার পাতায় বর্ষা আসতে আরও কয়েকটি দিন বাকি। তবে এরই মাঝে টানা বৃষ্টির পরশে নতুন করে সেজে উঠেছে প্রকৃতি। বর্ষার নতুন পানিতে খাল-বিল ভরে উঠেছে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সুগন্ধি সব ফুল। কদম, কেয়া, কামিনী, বেলি ও বকুলের সুবাসে এখন মুখরিত চারপাশ।

বর্ষায় ফোটা ফুলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কদম, বকুল, স্পাইডার লিলি, দোলনচাঁপা, সুখদর্শন, ঘাসফুল, শাপলা, সন্ধ্যামালতি, কামিনী, গুলনার্গিস, দোপাটি ও অলকানন্দ প্রভৃতি।

বর্ষা মানেই কদম ফুল। তাই বর্ষার শুরুতেই মিলবে কদমের সৌরভ। গ্রামে গাছে গাছে ফুটে থাকা কদম ফুল বর্ষার প্রকৃতিতে এনে দেয় নজরকাড়া সৌন্দর্য। কদম গাছ দীর্ঘাকৃতির ও বহু শাখাবিশিষ্ট। কদম ফুলের আদি নিবাস ভারত, চীন ও মালয়। গ্রামাঞ্চলে নদীর তীরে, খোলা প্রান্তরে প্রচুর কদম গাছ চোখে পড়ে। শহরে দেখা মেলে পার্কে ও উদ্যানে। কদম গাছের ছোট ডালের আগায় গোল হয়ে কলি ও ফুল ফোটে। তারপর ফুটতে শুরু করে রজনীগন্ধা, মালতিলতা, চালতা, জুঁই ও কেয়া। বর্ষার বৃষ্টিতে চিরসবুজ চালতা গাছের রূপ ফুটে ওঠে তার ফুলের সৌন্দর্যে। আকারে বেশ বড়, সাদা বর্ণের পাপড়ি ও হলদে পরাগকেশরের সমাহারে দৃষ্টিনন্দন চালতা ফুল বর্ষার প্রথমভাগে ফোটে। আগের মৌসুমে ফোটা গন্ধরাজ, রঙ্গন, রক্তজবা, টগর, শ্বেতকাঞ্চন বা ঘণ্টাফুলের উজ্জ্বলতা এখনও ম্লান হয়নি। ভরা বাদল দিনে স্বর্ণচাঁপা কিংবা দোলনচাঁপা বাতাসে ছড়ায় অনুপম সৌরভ। এমনদিনে ভেজা বাতাসে ভেসে বেড়ায় বেলি ও বকুলের সৌরভ। বকুল ফুল শুকিয়ে গেলেও এর সুবাস রয়ে যায় অনেক দিন। তাই একে সুবাসিত ফুল বলা চলে। পাঁচ বৃন্তের এ ফুলে অসংখ্য পাপড়ি থাকে।
বর্ষার ফুলের মধ্যে জুঁই ও মালতির কথা আলাদা করে বলতেই হয়।
কবি বলেছেন, শ্রাবণবেলা বাদল ঝরা/যৃথিবনের গন্ধে ভরা। ঘন সবুজ পাতার ভিড়ে থোকা থোকা ছোট জুঁই বা যূথী ফুলের সৌরভ হতে পারে বাদল দিনের পরম উপহার। বাদল বাতাস মাতে মালতির গন্ধে তাই বর্ষাযাপনে মালতিকে বাদ দিলে চলে কী করে?
বর্ষাদিনের আরেকটি ফুল ফুরুস। ইংরেজি নাম ক্র্যাব ফ্লাওয়ার। গন্ধহীন সাদা, গোলাপি বা বেগুনি রঙের ফুলটি শহরের নানা জায়গায় চোখে পড়ে। অনেকেই একে চেরি বলে ভুল করে। বর্ষা মৌসুমের ফুল দুপুরমণি বা বান্ধুলি। দুপুরবেলা ফোটে বলেই এমন নাম। গন্ধ নেই

তবে অতুলনীয় রূপ মুগ্ধ হওয়ার মতোই। বর্ষার আকর্ষণীয় আরেকটি ফুল দোপাটি। গোলাপি, লাল, বেগুনি, আকাশি, নীল ও সাদাসহ কয়েক রঙের দোপাটি রয়েছে। দোপাটি একক অথবা জোড়ায় জোড়ায় ফুটতে দেখা যায়। এ সময় সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় বেগুনি রঙা কলমি ফুলও।
এ ঋতুতে বৃষ্টিতে গা ধুয়ে সবুজ পাতার শাড়ি পরে দোলনচাঁপা। সন্ধ্যার সুগন্ধি সাদা ফুল ফোটায়। বড় বড় পাপড়ি দুটি প্রজাপতির ডানার মতো দেখায় বলে এর ইংরেজি নাম ‘বাটারফ্লাই লিলি’। ফুলটিকে গুলবাকাওলিও বলা হয়। ভারি ঘ্রাণ ছড়ানো এ গাছটি টবে লাগালে ঘরময় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সুখদর্শন বা টাইগার লিলি, বহুরঙা গ্লোরি লিলি, নানা রঙের পর্তুলিকা, ঘাসফুল, নয়নতারা, মোরগঝুঁটি, কলাবতী ও অলকানন্দারও দেখা মেলে ঘন বর্ষাতে।

বর্ষা মানে জল, জল মানেই জলজ ফুলের মেলা। তাই বর্ষা আসতে না আসতেই ফুটতে শুরু করেছে শাপলা-শালুক-পদ্মরা। বিল-পুকুর ও জলাশয়ে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা ফুটে থাকার দৃশ্য গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। আমাদের দেশে সাদা, গাঢ় লাল, নীল ও গোলাপি রঙের শাপলা বেশি দেখা যায়। দেশের বিভিন্ন বিলে এখন গোলাপি-পদ্মের মাতামাতি। সাধারণত গোলাপি রঙের পদ্মই বেশি দেখা গেলেও এ দেশের পুকুর ও বিল-ঝিলে সাদা রঙের পদ্মও মাঝে মধ্যে দেখা যায়। সাদা দুধের মতো এর পাপড়ির রং।

তবে দিন দিন পদ্মরা কমে যাচ্ছে। প্রকৃতির নান্দনিক আরেক সৌন্দর্য কচুরিপানা ফুল। খুব অবহেলিত হলেও এর সৌন্দর্য হƒদয় কাড়ে। গ্রামাঞ্চলে খাল, বিল, পুকুর ও জলাশয়ে প্রচুর কচুরিপানা হয় এবং গাঢ় সবুজ পাতার ওপর সাদা আর বেগুনি রঙের মিশেল ফুলগুলো দেখতে দারুণ লাগে। বর্ষার দিনে বিস্তীর্ণ জলের শান্ত চাতালজুড়ে এখন সাদা রঙের অজস্র চাঁদমালা ফুল চোখে পড়বে। ফুলগুলো খুব সাধারণ হলেও এর মুগ্ধতা অনেক অসাধারণ। -যুগান্তর

মেহেরপুরে ব্রি ধান ৮৭ জাতের

বীজ প্রদান

“সিসা ফেজ থ্রি” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার মাঠ পর্যায়ে বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানীকে ব্রি ধান ৮৭ জাতের বীজ প্রদান করেছে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) ।

শনিবার শহরের স্কয়ার সীডের মাঝে আন্তর্জাতিক ধান গবেষনা ইনিস্টিটিউট এর সহযোগিতায় এবং ইউ এস এইড এর আর্থিক অনুদানে এ বীজ প্রদান করা হয়। এর আগে মেহেরপুর সহ যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা জেলায় মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় পাঁচটি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানীকে ব্রি ধান ৮৭ জাতের বীজ প্রদান করা হয়।

এসব বীজ পরবর্তীতে কোম্পানী তাদের নিজস্ব কৃষকদের মধ্যে বিতরন করা হবে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তারা। এছাড়া যশোরের “কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র”, নড়াইলের “উজিরপুর অর্গানিক মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ”, ঝিনাইদহের “ফ্রেন্ডস সীড”, চুয়াডাঙ্গার “মর্ডান এগ্রো প্রাইভেট লিঃ” কে এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান তারা।

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রের খুলনা অঞ্চলের কো- অর্ডিনেটর খন্দকার শফিকুল ইসলাম বলেন, এই জাতের ধানের চাষ কৃষক পর্যায়ে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং সঠিক শস্য পর্যায় বজায় রাখতে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। বীজ উৎপাদনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরনে কোম্পানীগুলির সঙ্গে সিসা প্রকল্প কৃষক পর্যায়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। আশা করা যাচ্ছে ব্রি ধান ৮৭ কৃষক পর্যায়ে ব্যপক আলোড়ন তৈরী করবে এবং এর চাষাবাদ ক্রমশ বিস্তার লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রের কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা (সিমিট, যশোর) হারুন অর রশিদ জানান, সিসা ফেজ-থ্রি প্রকল্প মূলত অত্র অঞ্চলে উন্নত ও নতূন জাতের ধান কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারন নিয়ে কাজ করে আসছে। সেই লক্ষ্যে বীজ কোম্পানীর প্রায় ৭ হেক্টর জমিতে ৫০ জন কৃষকের মাঝে বীজ উৎপাদনের জন্য ব্রি ধান ৮৭ প্রদান করা হয়। এই জাতটি মূলত একটি চিকন জাতের ধান যার জীবন কাল ১২৭ দিন এবং উপযুক্ত পরিবেশে ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.৫ টন পর্যন্ত হয়।

দামুড়হুদায় খামারিদের মন জয় করলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা

করোনা কালীন দেশের অনেক দফতরে সাধারণ মানুষ যখন তাদের প্রকৃত সেবা পেতে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে একেবারে ব্যাতিক্রমধর্মী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

করোনার সময়েও তিনি দর্শনা পশু হাসপাতালে রুটিন মাফিক বসে একেবারে অফিস টাইম পর্যন্ত নিয়মিত চিকিৎসা দিচ্ছেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত এসব খামারি ও হাঁস, মুরগীর খামারিদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তাদের খামারে ছুটে যাচ্ছেন। খামারিদের কাছে সমস্যার কথা শুনে তার সমাধাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যই তিনি দর্শনাসহ দামুড়হুদা উপজেলার খামারিদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন বিভিন্ন খামারে। ছোট ছোট খামারিরা এতে করে আরও উৎসাহিত হচ্ছেন।

কয়েকজন খামারি ও পশু হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বললে তারা বলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা খুবই আন্তরিক ও নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল একজন অফিসার। করোনাকালীন দর্শনাতে তিনি যেভাবে অফিস করে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

তাকে একজন করোনাকালীন প্রথম সারির সম্মুখ যোদ্ধা বললেও কোন অংশে কম হবেনা। উপজেলাবাসির হৃদয়ে ইতোমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

gay pornstar

এর মাধ্যমে লটারি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারিভাবে ধান ক্রয়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষকদের তালিকার সফটওয়্যার লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ লটারি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল ইসলাম জুয়েল। সফটওয়্যার লটারি কার্যক্রম পরিচালনা করেন এও রাকিব হাসান। প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে এ মাসে ১ হাজার ২ শত ১ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে।

সফটওয়্যার লটারিতে কাথুলী ইউনিয়নে ৯৬১ জনের মধ্যে ৪২ জন, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬৮৮ জনের মধ্যে ৩৮ জন, কাজীপুর ইউনিয়নে ৭২৮ জনের মধ্যে ৩৬ জন, বামন্দি ইউনিয়নে ৯০২ জনের মধ্যে ৪১ জন, মটমুড়া ইউনিয়নে ৯১৭ জনের মধ্যে ৪১ জন, ষোলটাকা ইউনিয়নে ১,০৩৭ জনের মধ্যে ৩৭ জন, সাহারবাটি ইউনিয়নে ৬৩৫ জনের মধ্যে ৪১ জন, ধানখোলা ইউনিয়নে ১,২৮১ জনের মধ্যে ৫৪ জন, রায়পুর ইউনিয়নে ১,২২৯ জনের মধ্যে ৪২ জন এবং পৌরসভায় ১,০৪৫ জনের মধ্যে ৩৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা আয়েশা খাতুন, খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) মতিয়ার রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমানসহ প্রকৃতঅন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার গোপালপুর গ্রামে কালভার্ট মেরামতের কাজ নিজ তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান: আলী মুনছুর বাবু

বুধবার ১৭ জুন দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে পানি বন্দি ভুক্তভোগী মানুষের খোঁজ নিতে যান। এবং চলাচলের অনুপযোগী কালভার্ট পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

তিনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কালভার্ট মেরামতের জন্য ও গরীব অসহায় পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এই সময় স্থানীয় এলাকার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে চাল গুজবের অবসান

চুয়াডাঙ্গা সাতগাড়ির গুদামে জব্দকৃত ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দের ঘটনার তদন্ত শেষ হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের দুটি তদন্ত টীমই তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

তদন্তে সাহিদুজ্জামান খোকন চাল পাচারের বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা জড়িত নয় এবং আইনানুযায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যান গণ চাল বিক্রি করেছেন বলে প্রমানিত হয়েছে।

এদিকে চাল নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের মত বিনিময় সভায় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকনের জড়িত থাকা ও তার শাস্তির দাবী অহেতুক ও দলের ভাবসুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

গাংনীর খাদ্য গুদাম থেকে ছাড় হওয়া ১২৬৬ বস্তা চাল চুয়াডাঙ্গার সাতগাড়ি বাজারের জনৈক নজরুল ইসলামের গুদামে নিয়ে যাবার সময় প্রশাসনের নজরে পড়ে। এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন চাল জব্দ করেন

এবং গোডাউনটি সিলগালা করেন। একই সাথে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

সেই সাথে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। গেল রবিবার দুটি কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে সঠিক নিয়মে চাল বিক্রি করা হয়েছে এবং সাংসদ খোকন দোষি নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে জব্দকৃত চাল ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে চাল নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সোস্যাল মিডিয়ায় নানা মন্তব্য প্রকাশ পায়। গত ১০ জুন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। তদন্ত টীম প্রকাশ্যে তদন্ত করা নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।

এ ছাড়াও এমপি খোকনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা দুর্ণীতির ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন জানান, দলীয় এমপি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির বরাদ্দ দেয়া চাল বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য প্রকল্প চেয়ারম্যানদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কোন অনিয়ম হলে তার দ্বায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান গনের। এখানে এমপি খোকনের নাম জড়িয়ে মতোমবিনিময় সভা করাটা সমীচীন নয়। তাছাড়া মতো বিনিময় সভায় দুর্ণীতি তুলে ধরাটা কাদা ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা জানান, বিগত দিনেও প্রকল্প চেয়ারম্যানরা চাল বিক্রি করেছেন। তা নিয়ে কোন কথা হয়নি। এখন কেন এতো কথা ? রাজনীতিটা বংশ পরমপরায় হয় না। মতাদর্শ বাবা ছেলের এক নাও হতে পারে। খোকন ছাত্র জিবন থেকে আওয়ামীলীগ রাজ নীতিতে জড়িত। দলীয় লোকজন কাদা ছোড়াছুড়িতে মেতে উঠেছেন মাত্র। এটা এখনই পরিহার করে সকলে মিলেমিশে সরকারের কর্মকান্ডকে বেগমান করার দাবী গাংনী উপজেলাবাসীর।

অপরদিকে যাচাই বাছাই না করে সরকারের প্রশাসনিক কর্তা ব্যাক্তিরা চাল জব্দ করে গোডাউন সিলগালা করায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। চাল জব্দের সাথে জড়িত প্রশাসনের উচিৎ িেছেলা তাৎক্ষনিক ভাবে আইন জেনে মিডিয়াকে পরিস্কার করা।

এতে গাংনী রাজনীতি ও সরকারের উন্নয়নে চরম প্রভাব পড়েছে। চাল জদ্বের ঘটনায় সোস্যাল মিডিয়াতে ঝড় ওঠে। মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কর্তৃক ডিও লেটারের মাধ্যমে ১৩ টি প্রকল্প পিআইসিদের মাঝে বরাদ্দ দেয়ায় তাকে নিয়ে অশ্লিল কথাবার্তা সহ মানহানিকর অনেক তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি করার চেষ্টা করা হয়।

এবিষয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সত্য চিরদিনই সত্য। সৎ ব্যক্তি কখনোই জুলুমে পড়েনা। সাময়িক ভাবে কিছুটা হয়রানী হলেও পরে তা ঠিক হয়ে যায়। তবে যারা বিভিন্ন ভাবে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন তারা তাদের ভুলের মাশুল দেবেন।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে সফল চুয়াডাঙ্গার শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার

পুকুর বা খাল-বিলে নয়; আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা ট্যাংকিতে মাছ চাষ হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়। নতুন এ পদ্ধতির নাম বায়োফ্লক। এতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে দেশের পুষ্টি চাহিদার যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গার হাতিকাটা গ্রামের শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার। তরুণ উদ্যোক্তা শাওনের হাত ধরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ পদ্ধতির মাছ চাষে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণে মূল্যবান মাছ চাষের ফলে অধিক লাভের আশা করছেন শাওন। তার সফলতা দেখে এলাকার অনেকেই এগিয়ে আসছে এ চাষে।

উদ্যোক্তা শাওন জোয়ার্দ্দার জানান, ঢাকায় বিবিএ পড়ার সময় ইউটিউবে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ভিডিও দেখে আগ্রহ জন্মায় তার মনে। এর পর লেখাপড়ার পাশাপাশি বায়োফ্লক সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। গ্রহণ করেন প্রশিক্ষণ। তার নিজ গ্রামে শুরু করেন বায়োফ্লক

পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

শাওন আরো জানান, দেশীয় প্রজাতির শিং, কৈ, মাগুর, ট্যাংরা, পাবদাসহ বেশ কিছু মূল্যবান মাছের চাষ হচ্ছে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে। এতে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের উৎপাদন আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাজারেও তুলনামূলক কম মূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে এসব মাছ।

শাওনের পিতা মহসিন জোয়ার্দ্দার জানান, এক হাজার কেজি মাছ ধারণ ক্ষমতা সম্পন একটি ট্যাংকি প্রস্তুত করতে ব্যয় হয় ৩৫/৪০ হাজার টাকা। মাছের পোনাসহ আনুসঙ্গিক খরচ হয় আরো প্রায় ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু একটি ট্যাংকি থেকে চার মাসে প্রায় এক লাখ টাকা লাভ করা সম্ভব। পরবর্তিতে যেহেতু ট্যাংকির খরচ লাগে না সে হিসাবে পরবর্তিতে লাভের পরিমাণ আরো বাড়ে।

শাওনের সহযোগি ফরহাদ জোয়ার্দ্দার জানান, শাওনের দেখাদেখি এলাকার অনেক তরুণ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জেলার কয়েক তরুণ শাওনের সহযোগিতায় মাছ চাষ শুরু করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসেন জানান, বায়োফ্লক পদ্ধতির মাছ চাষ দেশের পুষ্টি চাহিদায় অসামান্য অবদান রাখবে। একই সাথে শাওনের মতো তরুণ উদ্যোক্তাদের হাত ধরেই মাছ চাষে বিপ্লব আসবে বলে তাদের ধারণা। মৎস্য বিভাগ এ প্রকল্পে আগ্রহীদের সব ধরণের সহযোগিতার আশ^◌াসও দেন মৎস্য কর্মকর্তা।

গাংনীতে আজো শুরু হয়নি সরকারি ভাবে গম ক্রয়

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা জটিলতার অজুহাতে আজো শুরু করা হয়নি সরকাররি ভাবে গম ক্রয়। এতে করে চাষিরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেকেই প্রয়োজনে খোলা বাজারে গম বিক্রি করে দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বলছে অনতিবিলম্বে এ কার্যক্রম শুরু হবে।

জানা গেছে, গত ৬ মে এ উপজেলা গম ক্রয় শুরু হয়। ১৮৪৬ মেট্রিকটন লক্ষ্য মাত্রা গম ক্রয় শুরু করা হলেও মাত্র ১৩ টন গম ক্রয় করার পরপরই হঠাৎ ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করেন উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয়ভাবে কৃষকদের তালিকা সংশোধন ও ত্রুটি রয়েছে বলে জনৈক আকরামুৃল হক একটি আবেদন করলে উপজেলা প্রশাসন গম ক্রয় বন্ধ রেখে তালিকা সংশোধনের জন্য কৃষি অফিসকে আদেশ দেন। প্রথম পর্যায়ে কৃষি অফিস শুধু সরকারী গুদামে গম বিক্রি করতে আগ্রহী ২১৯৫ জনের তালিকা প্রদান করলেও পরবর্তীতে ৬০৪২ জনের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য অফিসে প্রদান করা হয় পহেলা জুন।

গাংনী উপজেলা ওসিএলএসডি মতিয়ার রহমান জানান, কৃষি অফিস প্রথমে যে তালিকা প্রদান করে সে অনুযায়ি প্রতিজন কৃষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ তিন টন গম ক্রয় করা যাবে মর্মে গম ক্রয় শুরু করা হয়। কিন্তু একটি আবেদনের কারণে উপজেলা প্রশাসন গম ক্রয় বন্ধ রাখে। পরে কৃষি অফিস তালিকা সংশোধন করে পহেলা জুন অত্র অফিসে প্রেরণ করেন। তালিকা প্রস্তুত করতে দেরী হওয়ায় গম ক্রয় কার্যক্রম দেরিতে শুরু করতে হচ্ছে।

একটি সুত্র জানায়, প্রতি বছরই চাষিদের নামের তালিকা করতে দেরী হয় এবং গম ক্রয় করতেও বিলম্ব ঘটে। ফলে চাষিরা গম বাইরে বিক্রি করায় সরকারী গুদামে গম বিক্রি করতে পারে না। এতে করে চাষিদের কার্ডের বিপরীতে ব্যবসায়িরা গম বিক্রি করে। তাছাড়া স্থানীয় রাজনৈতিক দন্দের কারনেও গম ক্রয় দেরি হয় । ফলে যে সময় চাষিরা গম বিক্রি করে থাকেন তখন সরকারি ভাবে গম ক্রয় করা হয়না। স্থানীয় চাষীদের গম ফুরিয়ে যাবার পর গম ক্রয় শুরু হলে প্রকৃত গম চাষিরা গম বিক্রি থেকে বঞ্চিত হয় বলে জানান অনেকেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম সাহাবুদ্দীন আহমেদ জানান, প্রথমে যারা গম বিক্রিতে আগ্রহী শুধু তাদের নামটি তালিকা করে প্রদান করা হয়েছিল। পরে উপজেলা প্রশাসন থেকে সকল গম চাষির তালিকা দিতে বলা হলে নতুন করে তালিকা করা হয়। এজন্য একটু দেরী হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাইরে বাজার দর আর সরকারী দর একই ফলে অনেকেই সরকারী গুদামে গম বিক্রির অপেক্ষা না করেই বাইরে গম বিক্রি করছে। এখন অনেক কৃষকেরই ঘরে গম নেই। করোনা পরিস্থিতির কারনে এবছর গম ক্রয় বিলম্ব হয়েছে বলে দাবী কৃষি অফিসের।

এদিকে উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয় ইতোমধ্যে লটারী করে কৃষক বাছাই করা হয়েছে। তাড়াতাড়িই শুরু করা হবে গম ক্রয়।

গাংনীতে এক রাতে কৃষকের আট টি সেচ পাম্প গায়েব

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া ও শিশিরপাড়ার মাদিয়ার মাঠে থেকে গত বুধবার দিবাগত রাত্রে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে আট টি সেচ পাম্প চুরি হয়েছে।

চুরি হওয়া সেচ পাম্পের মধ্যে মৃত ফয়জদ্দীনের ছেলে মাছিন আলীর (২)টি, মৃত মোবারক ছেলে আসমত আলীর (১)টি, মৃত খয়রদ্দিনের ছেলে জমির আলীর (১)টি, রেজাউল হকের ছেলে ছানোয়ারের (১)টি, মৃত মোবারক ছেলে আরফিন আলীর (১)টি, ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া মৃত দাউদ মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলামের (১)টি, আজিমদ্দিন ছেলে বাইদুল্লাহর (১)টি সর্বমোট ৮টি সেচ পাম্প।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান (মদন) মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, আমার ওয়ার্ডের ৫ জন কৃষকের ৬ টি মটর মাদিয়ার মাঠ থেকে চুরি হয়ে যায়। এই মাঠে প্রায় ১ হাজার বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ হয়। ৮টি মটর চুরির কারনে গরীব কৃষকরা দিশেহার হয়ে পড়েছে।

গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, প্রতিটি মটরের দাম ২৫ হাজার টাকা প্রায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে গরীব কৃষকদের।

এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত গাংনী থানায় কোন সাধরণ ডাইরি হয়নি।